Cosmo School

শ্রেণিঃ সপ্তম

বিষয়ঃ বাংলা ১ম পত্র

গরবিনী মা – জননী (কবিতা)

সিকানদার আবু জাফর

লেকচার শীট- ১

তারিখ- ১৬/৭/২০২০

কবি পরিচিতিঃ

নামঃ সিকানদার আবু জাফর

জন্ম তারিখঃ ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ।

জন্মস্থানঃ সাতক্ষীরা জেলা।

সাহিত্যকর্মঃ কাব্যগ্রন্থ- প্রসন্ন প্রহর, তিমিরান্তিক, বাংলা ছাড়ো প্রভৃতি। বিখ্যাত নাটক- সিরাজ-উ দৌলা।

মৃত্যুঃ ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ।

শব্দার্থঃ

বই থেকে পড়বে।

বানান সতর্কতাঃ

গরবিনী, জননী, জন্মভূমি, পুণ্যবতী, ভাগ্যবতী, নদী, তৃণ, আঁচল, নূপুর, সন্ধ্যা, শিশির, খোপায়, যুঁথী, গন্ধ, তন্দ্রা, ক্লান্ত, চাষী, উদাসী, মরণ, দণ্ড, কোণে, দুর্ভাগিনী, ঝাঁপিয়ে, ভয়ঙ্করের, দুর্বিপাকে, শাসন, ধূপে, পুড়িয়ে, সরোজিনী, যুগ, চিত্তভূমি।

কিছু চরণের ব্যাখ্যাঃ

 # "ওরে আমার মা – জননী
জন্মভূমি বাঙলারে
তোর মত আর পুণ্যবতী
ভাগ্যবতী বল মা কে।।"

- কবি বাংলাদেশকে ওরে আমার মা জননী বলে সম্বোধন করেছেন। একজন দেশপ্রেমিক এর কাছে মা ও মাতৃভূমি সমান। কবি সিকানদার আবু জাফর একজন দেশপ্রেমিক তাই তিনি মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মা – জননী বলেছেন। পুণ্যবতী অর্থ ভালো কাজ করেন এমন নারী। জন্মভূমি পুণ্যবতী নারীর মত স্নেহ – মায়া – মমতা দিয়ে তার সন্তানদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। জন্মভুমি বাংলাদেশ ফুল-ফল-ফসল দিয়ে এদেশের মানুষের জীবন বাঁচিয়ে রাখে, লালন – পালন করে। তাই কবি তার জন্মভূমি বাংলাদেশকে পুণ্যবতী বলেছেন। বাঙলা - মা অনেক ভাগ্যবতী কারণ তার সন্তানেরা দুর্দিনে নিজেদের জীবন বাজি রেখে লড়াই করে তাকে রক্ষা করেতেও প্রস্তুত। বাঙলা -মা কে রক্ষা করতে তার সন্তানেরা বিনা দ্বিধায় শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

“কার চোখে মা নদীর কাজল
সবুজ তৃণের আঁচল বুকে
কার পায়ে মা ধুলোর নূপুর
সন্ধ্যা দুপুর বেজেই চলে।”

- এখানে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে শত শত নদী। এই নদীকেই কবি বাংলা – মা এর চোখের কাজল এর সাথে তুলনা করেছেন। আর বাংলাদেশের মাঠ, খেত যখন সবুজ ফসলে ভরে ওঠে তখন মনে হয় যেন বাংলা – মা সবুজ শাড়ি পরে আছে। বাংলাদেশের মাঠ- ঘাটে মানুষ চলাচল করার সময় ধুলো উড়ে আর এটাকেই কবি ধুলর নুপুর বলেছেন।

“কামার কুমোর জেলে চাষী
বাউল-মাঝি ঘর-উদাসী,”

- এখানে বাংলার সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন। বাংলাদেশে সব ধর্ম – বর্ণ – জাতি – পেশার মিলেমিশে বাস করে। তাদের সবার মধ্যে রয়েছে ভ্রাতৃত্ব ও দেশপ্রেম। তারা যেমন এক সাথে থাকে তেমনি বাংলা মায়ের বিপদে সবাই মিলে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

“কার ছেলেরা নিত্য হাজার
মরণ-মারের দণ্ড গোনে,
ছেলের বুকের খুন ছোপানো
কোন জননীর আঁচল-কোণে
দুর্ভাগিনী কার মেয়েরা
কান্নাফুলের নকশা বোনে।।”

- বাঙালিদের বারবার নির্যাতিত হওয়ার কথা উঠে এসেছে এখানে। বছরের পর বছর ধরে বাঙালি সন্তানেরা বিদেশি দুঃশাসন সহ্য করে এসেছে। অনেক নির্মমতার শিকার হয়েছে তারা। তাদের মাতৃভূমি পরাধীন থেকে যে আঘাত সহ্য করেছে তারাও সেই আঘাত সহ্য করেছে দিনের পর দিন। এই সব সহ্য করতে বাংলার দুর্ভাগিনী মেয়েদেরকেও। নির্মমতার শিকার বাংলা মায়ের মেয়েদের কান্না মিশে আছে বাংলার আকাশে বাতাসে। এই পরাধীনতা, অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাংলা মায়ের বীর সন্তানেরা মাকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করেছে, জীবন দিয়েছে। সেই রক্তে রঙিন হয়েছে দেশের মাটি। কবি জন্মভূমির মাটিকে মায়ের আঁচল কল্পনা করে বলেছেন, বাংলা মায়ের শাড়ির আঁচলে সন্তানের রক্ত ছোপানো।

“সেই মাকে যার হাজার হাজার
মা-নাম-ডাকা পাগল ছেলে
মায়ের নামে নামে ঝাঁপিয়ে পড়ে
ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকে।”

- বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক মানুষেরা জন্মভূমি বাংলাকে মা বলে ডাকে। তাদের মাতৃভূমি পরাধীন থেকে যে আঘাত সহ্য করেছে তারাও সেই আঘাত সহ্য করেছে দিনের পর দিন। বাংলাদেশে হয়েছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাই বাংলার মুক্তিকামী মানুষ দেশকে রক্ষা করার জন্য ভয়ংকর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা মাতৃভূমির জন্য আত্মত্যাগ করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

“তুই তো সে-মা
ও মা তুই তো রে সেই গরবিনী
রক্তে ধোওয়া সরজিনী।”

- বাংলা - মা ভাগ্যবতী, গর্বিত মা। কারণ তার সন্তানরা তাকে রক্ষা করার জন্য আত্মত্যাগ করতেও দ্বিধা বোধ করে না। নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে দেয় মাতৃভূমির জন্য। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তে স্নাত হয়। কবি বাংলাদেশকে কমনীয় পদ্ম ফুলের সাথে তুলনা করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, বাঙলা – মা হল সেই মা যে তার সন্তানের রক্তে স্নান করেছে। বাঙলা – মা রক্তে ধোওয়া সরজিনী।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

১) কবি কাকে পূণ্যবতী বলেছেন?

২) ছোপানো শব্দের অর্থ কী?

৩) যুগ-চেতনার চিত্তভূমি কে?

৪) কবি জন্মভূমি জননীর কীসের আঁচলের কথা বলেছেন?

৫) সন্ধ্যা-দুপুর কী বেজে চলে?

৬) সিকান্দার আবু জাফর কত সালে কোথায় জন্মগ্রহন করেন?

৭) ‘গরবিনী মা-জননী’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

৮) সিকান্দার আবু জাফর রচিত একটি নাটকের নাম লিখ।

৯) বাংলার সাহসী ও সংগ্রামী জনতার ভিত্তিভূমি কী?

১০) ভয়ঙ্করের দূর্বিপাকে কারা ঝাঁপিয়ে পড়ে?

মূল পাঠ্যবই এর ‘গরবিনী মা – জননী’ কবিতার সম্পূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখবে।

শিক্ষক-
শাহরিন সুলতানা মৌলী